দৈনিক বাংলা

39

তারিখ ... ২৮/১১/৯১ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

20

বোর্ডের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষা কেমন হবে? ১৯৯২ সালের পরীক্ষা ধরন পাল্টাবে। পাল্টাবে পরীক্ষার প্রশ্নের জবাব দানের পদ্ধতি। নতুন পদ্ধতিতে উত্তর লিখতে হবে। এ বিবেচনায় নাকি ১৯৯১ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পাস-ফেলের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তুলনামূলকভাবে অন্যান্য বছর থেকে এবার সকল বোর্ডেই এসএসসি পরীক্ষার পাসের হার অনেক বেশী।

কিন্তু সে পরীক্ষা কেমন হবে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ধরন কি হবে। কিভাবে লিখতে হবে উত্তর পত্রে। এ প্রশ্ন এখন সারাদেশের ছাত্রছাত্রীদের মনে। বিভ্রান্তি বিরাজ করছে সর্বত্র।

এ ব্যাপারে কার ভাষ্য সঠিক, তা বলা মুশকিল। কুমিল্লা বোর্ডের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ক্রস চিহ্ন বা টিক চিহ্ন দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জবাব দেবার কথা বলা হয়েছে এতদিন। কিন্তু বোর্ডের নির্দেশ এসেছে ভিন্ন ভাবে। কুমিল্লা বোর্ড সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে বৃত্ত দিয়ে। স্বাভাবিকভাবে এ বিজ্ঞপ্তি বিপদে ফেলবে পরীক্ষার্থীদের।

ঢাকা বোর্ড জানিয়েছে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে বৃত্ত অংকন করে। এ বৃত্ত আঁকতে গিয়ে বেশ কিছু বিধি-নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। যেমন খুশী তেমন আঁকলে চলবে না। জানা যায়নি যে এ বৃত্ত অংকনেও অংকন শিল্পে পারদর্শী হতে হবে কিনা। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে সঠিক বৃত্ত না আঁকতে পারলে নম্বর পাওয়া যাবে না। এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর কথা হচ্ছে-এ বৃত্ত আঁকবার চেয়ে টিক চিহ্ন বা ক্রস চিহ্ন দেয়া অনেক সহজ। এতে সময়ও কম লাগে।

এর পরেও নাকি অনেক সমস্যা আছে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা নিয়ে। এ পরীক্ষার জন্য পৃথক উত্তরপত্র প্রয়োজন হবে কিনা? এ পরীক্ষা রচনামূলক পরীক্ষার পূর্বে না পরে হবে? এ পরীক্ষা একই পরীক্ষার কক্ষে একই আসনে বসে হবে কিনা। পরীক্ষার্থীরা টাস্ক ফোর্স প্রণীত প্রশ্নাবলী অনুসরণ করবে কিনা। অর্থাৎ ১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষা সম্পর্কে অনেক খবরই এখনো জানা বাকী।

সকলেরই জানা, এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন বিভিন্ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ। আমরা যতদূর জানি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে টিক চিহ্ন, ক্রস চিহ্ন বা বৃত্ত অংকন কোন সমস্যা হতে পারে না। এ কোন সংসদ নির্বাচন নয় যে টিক বা ক্রস চিহ্ন নিয়ে কথা উঠবে বা উত্তর পত্রে বৃত্ত আঁকতে গিয়ে পারদর্শী শিল্পী হতে হবে। উল্লেখ্য যে সর্বশেষ এ ব্যাপারে যশোর বোর্ডের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জবাবে বৃত্ত অংকন করতে হবে। যশোর বোর্ডের মতে বৃত্ত অংকন আদৌ কঠিন নয়।

আমাদের মনে হয় প্রশ্নটি 'কঠিন' বা 'সহজ'-এর নয়। প্রশ্নটি সর্বত্র বিস্তারিতভাবে জানাবার। এবং সর্বত্র সকল খবর সঠিক সময়ে পৌঁছেনি বলেই মনে হয় এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অনেক এলাকায়ই প্রশ্নের উত্তরপত্রে শেখান হয়েছে টিক বা ক্রস চিহ্ন দিতে। আর নিশ্চয়ই বৃত্ত আঁকতে শিল্পীর পারদর্শিতা আশা করা হয়নি।

তাই দেশের চারটি বোর্ড কর্তৃপক্ষ বা প্রয়োজন হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা প্রয়োজন। পরীক্ষার্থীদের মনে কোন প্রকার ভুল ধারণা থাকা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।